কোথায় কী গাছ লাগাবেন

সঠিক জায়গায় সঠিক প্রজাতির চারা রোপণ বনায়নের অন্যতম পূর্বশর্ত। স্থান ও গাছের বৈশিষ্ট্য বিচারে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে রোপণ উপযোগী বনজ গাছের নাম নিম্নে দেওয়া হলো ঃ

পাহাড়ি বন ভুমিতে রোপণ-উপযোগী গাছ

পাহাড়ের উপরিভাগ ঃ গর্জন, গামার, চম্পা, চিকরাশি, সিভিট, তেলসুর, উড়িআম, আমলকী, পাইন্যাগোলা/লুকলুকি, কনক, ধারমারা, শিলভাদি, গুটগুটিয়া, ঝাউ, আকাশমনি ইত্যাদি।

মধ্যঢাল থেকে পাদদেশ পর্যন্ত ঃ গর্জন, গামার, কালাকড়ই, চাপালিশ, মেহগনি, শিলকড়ই, সেগুন, তেলসুর, চম্পা, সিভিট, শিমুল, ছাতিয়ান, জারুল, তেঁতুল, ঝাউ, ঢাকিজাম, পিতরাজ, কাইঞ্জলভাদি, তুন, বট, বকুল, তেতুয়াকড়ই, লোহাকাঠ, চিকরাশি, বইলাম, টালি, বান্দরহোলা, তেজবহল, বাজনা, গুটগুটিয়া, উদাল, চালমুগরা, কন্যারী, পদুকা, চন্দুল, নারিকেলী, কামদেব, রক্তন, বনাক, ধারমারা, হারগোজা, মুজ, রাতা, উড়িআম, রাবার, কাঁঠাল, লেবু, বেল, পেয়ারা, বর্ত্তা, কাউ, গাব, কালজাম, হরিতকি, আমলকি, বহেরা, ওলটকম্বল, অর্জুন, বাশঁ, বেত ইত্যাদি।

পাহাড়ি এলাকার নিচু ভুমি (যেখানে বছরের কোন না কোন সময় পানি থাকে) ঃ জারুল, কদম, পুতিজাম, ডেপামাজ, কালজাম, পিটালী, ডুমুর, শিমূল, চাকুয়াকড়ই, কালাকড়ই, বান্দরহোলা, মান্দার, হিজল, বট, অশ্বথ, জিগা, কাঞ্চন, বারিয়ালা বাঁশ, বেত ইত্যাদি।

রাস্তা ও সড়কের ধারে রোপণ-উপযোগী গাছ

সড়ক ও মহাসড়ক ঃ রেইনট্রি, রাজকড়ই, শিলকড়ই, কালাকড়ই, শিশু, মেহগনি, অর্জুন, দেবদারু, ঝাউ, চিকরাশি, তেলসুর, রকুল, পলাশ, কৃষ্ণচূড়া, সোনালু, নিম, লোহাকাঠ, আকাশমনি, ইউক্যালিপটাস ইত্যাদি। পানি উঠে বা পানি জমে থাকে এরূপ জায়গায় জারুল, কদম, হিজল, জাম, মান্দার ইত্যাদি।

ফিডার রোড ঃ শিশু, নিম, দেবদারু, চম্পা, ইপিল-ইপিল, গ্লিরিসিডিয়া, তুন, জাম, জাম্বুরা, বাবলা, খয়ের, বকফুল, সিন্দুরী, অড়হর, বগামেডুলা, তাল, খেজুর, ইউক্যালিপটাস ইত্যাদি।

সিটি রোড ঃ দেবদারু, মেহগনি, নিম, চম্পা, নাগেশ্বর, কৃষ্ণচূড়া, পলাশ, সোনালু, বটল-পাম, ঝাউ ইত্যাদি।

সিটি আইল্যান্ড ঃ উইপিং দেবদারু, বটল-পাম, বটল-ব্রাশ, এরিকা-পাম, কামিনি, চেরী, জারুল, নাগেশ্বর, সিন্দুরী, জবা, গন্ধরাজ, বাগান বিলাস, মোসেন্ডা, থুজা, অশোক, রাধাচূড়া ইত্যাদি।

রেল লাইন ঃ তাল, খেজুর বাবলা, খয়ের, বকফুল, সিন্দুরী, বেলা, রাজকড়ই ইত্যাদি। পানি জমে এরূপ জায়গায় জারুল, হিজল, কদম, জাম, মান্দার ইত্যাদি।

বাঁধের ধার ঃ তাল, খেজুর, বাবলা, খৈয়া বাবলা, পুনিয়াল, নারিকেল, ঝাউ, বাঁশ, জারুল, মান্দার, জাম, কদম ইত্যাদি।

বিল এলাকায় (যেখানে বছরের ২-৩ মাস পানি জমে থাকে) রোপণ-উপযোগী গাছ

হিজল, করচ, বিয়াস, পিটালী, জারুল, মান্দার, বরুন, পলাশ, কদম, চালতা, পুতিজাম, ডেপাজাম, পিতরাজ, অর্জুন, আম ইত্যাদি।

বসতবাড়ীর আশে পাশে রোপণ-উপযোগী গাছ

নিম, আম, জাম, কাঁঠাল, পেয়ারা, বেল, আমড়া, নারিকেল, তাল, খেজুর, লটকন, কাউ, সজিনা, বকফুল, সুপারি, লিচু, জাম্বুরা, জলপাই, বেলম্বু, কামরাঙ্গা, ডালিম, কুল, লেবু, তেজপাতা, দারুচিনি, বিলাতিগাব, সফেদা, কলা, পেঁপে, তুন, শিলকড়ই, গামার, কদম, অড়হর, বাসক, পাথরকুচি, বাঁশ ইত্যাদি। বর্ষার পানি জমে থাকে এমন জায়গায় কদম, জারুল, পিটালী, বরুন, জাম ইত্যাদি।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, অফিস, হাসপতাল, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান প্রাঙ্গনে রোপণ-উপযোগী গাছ

নারিকেল, তাল, কাঠবাদাম, আম, জাম, কাঁঠাল, পেয়ারা, জাম্বুরা, গাব, লিচু, কাউ, চম্পা, মেহগনি, তেলসুর, জারুল, সোনালু, পলাশ, কৃষ্ণচূড়া, কামিনি, বকুল, অশোক, নাগেশ্বর, উইপিং দেবদারু, দেবদারু, বটল-ব্রাশ, বটল-পাম, অরোকেরিয়া, থুজা ইত্যাদি।

পুকুর পাড়ে রোপণ-উপযোগী গাছ

নারিকেল, তাল, সুপারি, খেজুর, পেয়ারা, জাম্বুরা, লেবু, আম, কাঁঠাল, বাঁশ ইত্যাদি।

শিল্প অঞ্চলে রোপন-উপযোগী গাছ

মেহগনি, নিম, নারিকেল, তাল, বকুল, নাগেশ্বর, দেবদারু, গাব, উইপিং দেবদারু, রাজকড়ই, পলাশ, কৃষ্ণচূড়া, থুজা, অরোকেরিয়া ইত্যাদি।

হাট-বাজারে রোপণ-উপযোগী গাছ

বট, অশ্বথ, তেতুঁল মেহগনি, কাঠবাদাম, রেইনট্রি ইত্যাদি।

কবরস্থান ও শ্মশানে রোপণ-উপযোগী গাছ

কাঁঠাল, আম, মেহগনি, বকুল, পলাশ, কৃষ্ণচূড়া, নাগেশ্বর শিমুল, বট, দেশিগাব, অশ্বথ, বেল, চম্পা, ঝাউ, বটল-ব্রাশ, বটল-পাম, অরোকেরিয়া, সোনালু, পাতাবাহার, রঙ্গন, থুজা, কামিনি, সুপারি, বাঁশ ইত্যাদি।

ক্ষেতের আইলে রোপণ-উপযোগী গাছ

তাল, খেজুর, সুপারি, বাবলা, খয়ের, বকাইন, বকফুল, ধৈঞ্চা, মান্দার, জিগা, কড়ই, ইউক্যালিপটাস ইত্যাদি।

উপকূলীয় নতুন চরে রোপণ-উপযোগী গাছ

কেওড়া, বাইন, কাকড়া, গরান, গোলপাতা ইত্যাদি।

উপকূলীয় এলাকায় জেগে উঠা উচুঁ চর (যেখানে ম্যানগ্রোভ জন্মে না)

বাবলা, ঝাউ, সনবলই, সাদাকড়ই, কালাকড়ই, জারুল, রেইনট্রি ইত্যাদি।

নদী বক্ষে জেগে উঠা নতুন চরে রোপণ-উপযোগী গাছ

ঝাউ, লোনা-ঝাউ, পিটালী, করচ, পানিবিয়াস ইত্যাদি।

প্রাসংগিক তথ্য

- স্থান উপযোগিতার ভিত্তিক গাছ লাগাতে হবে। যেমন, বেশি পানি সহ্য করতে পারেনা এমন প্রজাতি পানির ধারে লাগানো যাবে না।
- পুকুর পাড়ে পাতাঝরা বৃক্ষ না লাগানোই ভাল।
- ইলেকট্রিক তারের নিচে বা কাছে বেশি লম্বা হয় ও ডাল-পালা ছড়ায় এমন গাছ লাগানো যাবেনা।
- বড় এলাকাজুড়ে এক প্রজাতির বাগান না করে বহু প্রজাতির মিশ্রনে বাগান করতে হবে।
- সঠিক সময়ে বাগানের গাছ পাতলা করতে হবে। বেশি ডাল-পালা ছাঁটাই করে গাছের গড়ল ঠিক রাখতে হবে। রোগ-বালাই, গরু-ছাগলের হাত থেকে চারা ও পূর্ণ বয়স্ক গাছকে রক্ষা করতে হবে।
- জ্বালানী কাঠের জন্য ইউক্যালিপটাস, ইপিল-ইপিল, গ্লিরিসিডিয়া ইত্যাদি গাছ ৪-৫ বছর পর পর কেঁটে আহরণ করতে হবে।
- কর্তিত গাছের মোথা থেকে নতুন কুশি বা কপিস বের হয়ে নতুন কান্ডে রূপান্তরিত হবে। এভাবে ৪-৫ বছর আবর্তে কপিস ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে একাধিকবার জ্বালানী কাঠ আহরণ করা যাবে।
- প্রথম ১-২ বছর বনজ গাছের সাথে সাথি ফসলের চাষ করে আর্থিকভাবে লাভবান হওয়া যায়।

স্বদেশী প্রজাতির বৃক্ষ রোপণের প্রতি গুরুত্ব দিন।
নির্বাচিত মাতৃবৃক্ষ থেকে বীজ সংগ্রহ করুণ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট
ষোলশহর, চট্টগ্রাম। ফোন ঃ ০৩১-৬৮১৫৭৭, ০৩১-২৫৮০৩৮৮
ডিসেম্বর ২০১০ খ্রি.
Web site : www.bfri.gov.bd, E-mail : bfri_ttt@ctpath.net